বিষয়বস্তুঃ **মনের ৬টি কামনার বস্তুঃ**

রবীউস সানী মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১১ রবীউল সানী ১৪৪৫ হিজরী, ২৭ অক্টোবর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১৮

نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ১১ তারিখ,দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা ৬ টি এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলোর প্রতি মানব মনকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ সেগুলো অর্জন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। সূরা আল ইমরানের ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেই ৬ টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

“মনোরম বস্তুর মায়া মানুষের মন আসক্ত করেছে; নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপোর সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার, চিহ্নিত গোড়া, গৃহপালিত জন্তু এবং ক্ষেত-খামার বা ফল-ফসল।”

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে ৬ প্রকার বস্তুর কথা বলেছেন, এসব হল মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনার জিনিস। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে এসব জিনিসের প্রতি আকর্ষণ পয়দা করে দিয়েছেন। এসবের মধ্যে প্রথম স্তরের কামনার জিনিস হচ্ছে নারী ও তার পরে হচ্ছে সন্তান-সন্ততি। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যত রকম আয়-ইনকামের পন্থা অবলম্বন করে, মেহনত-পরিশ্রম করে যা কিছু অর্জন করে, এসবের মূল উদ্দেশ্য থাকে বিবি-বাচ্চা ও সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন সম্পাদন করা, তাদের খুশি করা।

একজন মানুষ যখন বাল্যকাল থেকে যৌবনে পা রাখে, তার মন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং একজন মনপূত নারী পাওয়ার জন্য সে চিন্তা-ভাবনা করে।দুনিয়ার জীবনে তার নিকট এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস আছে বলে মনে করে না। অতঃপর যখন কোন নারীর সাথে তার বিবাহ হয়, তখন কিছুদিনের মধ্যেই তার মনে সন্তান লাভের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

আর এই দুই প্রকার জিনিসের মহব্বত ও ভালবাসা মানুষের মনে সব চেয়ে বেশি। এরপর অবশিষ্ট চারটি জিনিসের মহব্বত মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। মোটকথা, মহান আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিসের ভালবাসা মানুষের অন্তরে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মানুষ এসবের ভালবাসা ত্যাগ করতে পারেনা। তাইত হযরত উমার (রযি) বলেছেনঃ হে আল্লাহ ! আপনি যেসব জিনিসগুলোকে আমাদের কাছে সুশোভিত করে দিয়েছেন, এটা তো হতে পারে না যে, আমরা সেগুলোর প্রতি আসক্ত হবনা। তবে হে আল্লাহ ! আমরা আপনার কাছে দুআ করি, আমরা যেন এসব জিনিসগুলোকে আপনার মর্জি মত ব্যবহার করতে পারি।

মনে রাখবেন, এসব জিনিসের প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার মৌলিকভাবে তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণঃ বিশ্ব জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা ও জীবন-যাপনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। কেননা, যদি মানুষের মনে বিবি-বাচ্চা ও অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসা না থাকত, তাহলে কেউ কষ্ট-পরিশ্রম করে কাজ-কর্ম করত না। তাই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের মধ্যে এসবের মহব্বত দিয়েছেন। তাই তো আমরা দেখতে পায় যে, সকালে ঘুম থেকে উঠার পর একজন মজদুর-শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের আশায় বাড়ী থেকে বার হয়। আর ধনী ব্যক্তি শ্রমিকের সন্ধান করে, কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে শ্রমিককে কাজে লাগায়।

শীত-গরম, বর্ষা-বাদল উপেক্ষা করে একজন গাড়ি চালক যানবাহন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। অন্যদিকে যাত্রীগণ

যানবাহনের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসার মাল-পত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে, যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিকে গ্রাহক নিজের সঞ্চয় করা পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে হাযির হয়।

এক কথায় এসব প্রিয় বস্তুর মহব্বত-ভালবাসাই সকলকে নিজ নিজ ঘর থেকে বের করে বিভিন্ন কাজে মশগুল করে দেয়। আর এভাবেই বিশ্ব জগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা চলতে থাকে।

দ্বিতীয় কারণঃ যদি এসব জিনিসের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকত, তবে পরকালের নিয়ামতের স্বাদ অনুভব করা যেত না এবং তার প্রতি আকর্ষণও হতো না। সুতরাং, নেক আমল করে জান্নাত হাসিল করা এবং গোনাহের কাজ থেকে বিরত হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করার প্রয়োজন কেউ অনুভব করত না।

তৃতীয় কারণঃ আল্লাহ তায়ালা এসব জিনিসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকেন যে, কারা এসব আকর্ষণীয় বস্তুতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে যায়, আর কারা এসব জিনিসের আসল রূপ বা ক্ষণস্থায়ী হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়ে কেবল প্রয়োজন মত তা অর্জন করে ও পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কারণ এসব জিনিস দ্বারা কেবল দুনিয়ার জীবনে

উপকৃত হওয়া যায়। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ছয় প্রকার জিনিস উল্লেখ করার পর বলেছেনঃ

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“এসবই দুনিয়াবী জীবনের ভোগ্য বস্তু।আর আল্লাহর নিকট হল উত্তম আশ্রয়।” অর্থাৎ এসব বস্তু ধ্বংসশীল, যতদিন জীবিত আছ, ততদীন এসব জিনিস দ্বারা উপকৃত হতে পার। অতঃপর তা হাত ছাড়া হবে। কেননা, দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই বিলীন হয়ে যাবে। অর্থ-সম্পদ, জীবন যৌবন সবই ক্ষণস্থায়ী। এ সম্পর্কে আমরা বাদশাহ সুলাইমান ইবনে আব্দুক মালিকের একটি শিক্ষনীয় ঘটনা জেনে রাখিঃ

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক একজন বড় বাদশা ছিলেন।আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যৌবন কালেই দেশের বাদশা বানিয়েছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন শান শওকাতের মালিক। তেমন দেখতেও ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। একবার তিনি উন্নত মানের বেশভূষায়, মাথায় পাগড়ি পরে বরবারে হাযির হন। দেখতে খুব ভাল লাগছিল, তিনি নিজে নিজেকে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন।দরবারের লোকেরা তাঁকে ফুলদিয়ে সম্মান জানাচ্ছিলেন এবং প্রশংসা করছিলেন। এমন সময় তাঁর এক বাঁদী সেখানে হাযির হয়। তিনি তাকে দেখে মৃদ হাসেন এবং বলেনঃ আমার কেমন লাগছে। তখন বাঁদী একটি কবিতা পড়ে, যার অর্থ, যদি আপনি চিরদিন জীবিত থাকতেন তাহলে আপনি খুবই সুন্দর। কিন্তু কোন মানুষ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী নয়। আপনি দোষ-ত্রুটি থেকে এবং

এমন সব বিষয় থেকে মুক্ত যা ঘৃণার কারণ। তবে আপনার একটি দোষ হল আপনি দুনিয়া থেকে একদিন বিলীন হয়ে যাবেন। আপনার সাম্রাজ্য আপনার থাকবে না।

দেখুন বাঁদিটি বাদশাকে তার জীবনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেছে। বাঁদির কথা শুনে বাদশা সে দিনের মত মসলিস সমাপ্ত করে দিলেন এবং তাকে নিজের কামরায় ডেকে বলেছিলেনঃ তুমি আমার অন্তর চোখ খুলে দিয়েছ। যাইহোক, ভাগ্যের পরিহাস, এ ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাদশা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের ইন্তেকাল হয়ে যায়।

প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার এসব নিয়ামত দান করে আমাদের পরীক্ষা করেন।যদি কেউ এসব নিয়ামত পেয়ে তাতে মেতে আল্লাহকে ভুলে যায়, তবে এসব জিনিস তার জন্য চরম ক্ষতির কারণ হবে। এইসব জিনিসই তাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা নারী জাতির প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে দিয়েছেন, মানুষ স্বভাবগত ভাবেই তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু শরীয়ত এ ভালবাসার সীমারেখাও বলে দিয়েছে। যদি কেউ সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করে নারীর ভালবাসায় মশগুল হয়, তবে তা হবে অবৈধ।সহীহ মুসলিমের ২৮৪১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“আমার অবর্তমানে পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা মারাত্মক ফিতনা বা আপদ অন্য কিছু নেই।”

বোঝা গেল, নারী জাতি পুরুষের জন্য মহা বিপদের কারণ। আবার এই নারীই যদি পুরুষের ইজ্জত ও চরিত্র হিফাযত ও সন্তান-সন্ততি লালান-পালনের উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা ফিতনার পরিবর্তে, নিন্দার পরিবর্তে প্রশংসনীয়া হয়। পুণ্যবতী নারী, যে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর মাল-সম্পদের হেফাযত করে এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে সে নারী দুনিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। মোটকথা, এ আয়াতে যে বস্তু গুলোকে মানুষের কাছে পছন্দনীয় করে দেওয়া হয়েছে, এসবের মধ্যে ভাল ও খারাপ উভয় দিক রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের ২৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

“জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনার কারণ, আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সাওয়াব।” সাধারণত মানুষ বিবি-বাচ্চা ও ধন-সম্পদের কারণে পরকালকে ভুলে যায় তাই আল্লাহ তায়ালা আল ইমরানের ১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٖ مِّن ذَٰلِكُمۡۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ

বলুন, আমিকি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দেব?

“যারা পরহেজগার আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে, বেহেশত যার নীচে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।আর রয়েছে পাক-পরিচ্ছন্ন নারীজাতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।”

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার এসব ক্ষণস্থায়ী নিয়ামতে মশগুল হয়ে পড়েছে, নিজের অনন্ত জীবনের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেছে। আপনি তাদের বলেদিন যে, তোমরা যে আয়েশ-আরামে মেতে আছ, নারীকে তোমরা ভোগ করছ, ধন-সম্পদ দ্বারা নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করছ, আমি তোমাদের এসব জিনিসের চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান বলে দিচ্ছি। তবে মনে রাখ, সে উত্তম নিয়ামত কিন্তু সকলে পাবে না। দুনিয়ার নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা সকলকে দেন। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করেও মনের মত নারী দুনিয়াতে হাসিল হয়।গোনাহের কাজে মশগুল ব্যক্তিকেও আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু পরকালের নিয়ামত কেবল তারাই পাবে, যারা মুত্তাকী, দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করেছে। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে আল্লাহর মর্জি মত ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ তিন প্রকার নিয়ামত দেবেন। (১) এমন বেহেশত যার নীচে নহর প্রবাহিত।(২) পাক-পবিত্র নারীজাতি (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে হিফাযত করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)